ভিনদেশ ও ভিন আচরণ

(৮)

দিলরুবা শাহানা

পৃথিবীর সবদেশের যানবাহনতো এক না। সুস্মি এইদেশে এসেছে দশ সপ্তাহ হয়নি। এরই মাঝে ট্রেনে চড়ে অফিস যাওয়ায় অভ্যস্থ হচ্ছে। দুবাইতে বাচ্চা রাখার লোক ছিল যাকে গভর্নেস বলা যায়। তার কাছে নিশ্চিন্তে বাচ্চা রেখে গাড়ীতে অফিসে যেতো। ইন্ডিয়াতে ট্রামেবাসে কখনো বা রিক্শাতে কলেজ ইউনিতে গেছে। আর এইদেশে গভর্নেসতো দূরের কথা আয়াও নাই। আর থাকলেও তা সাধ্যের বাইরে। শহরে গাড়ী নিয়ে আসাও মুশকিল। কারন গাড়ীর পার্কিং সীমিত। তাই ভোরবেলাই বাচ্চাসহ ট্রেন ধরা। বাচ্চাকে ডে কেয়ারে নামিয়ে দিয়ে তবে অফিসে পৌঁছা। তাই প্রতিদিন কিছুটা সময় হাতে নিয়ে বের হয়। মিনিট দশেক সময় ষ্টেশনে দাড়িয়ে মানুষের যাতায়াত দেখে আর ভাবে। কত কি ভাবে। জীবন কোথাও চূড়ান্ত নিশ্চিত নয় এমন বোধ জাগে মাঝেমাঝে।

আজ দেখে একমহিলা গেটের কাছে দাড়িয়ে আছে হাতে এক প্যাকেট চকোলেট। যে যাচ্ছে তাকে একটা করে চকোলেট দিচ্ছে। সুস্মি ভীড় কমলে মহিলার কাছে গিয়ে জানতে চাইলো কিসের জন্য চকোলেট্ বিলানো হচ্ছে। মহিলা চোখে পানি নিয়ে বললো তার ছেলে আজ ফিস এন্ড চিপ্সের দোকানে কাজ শুরু করেছে সেই আনন্দে সে চকোলেট বিলাচ্ছে সবাইকে। ছেলের বয়স কত জানতে চেয়ে সুস্মি অবাক। সতেরো বছরের ছেলে এখনই আগুনের কাছে রান্নাবান্নার কাজ করতে যাবে সেই আনন্দে মা অপরিচিত মানুষকে মিষ্টি খাওয়াচ্ছে! এ কোন আজব দেশে এসে পড়লো!

সুস্মি প্রামে বসা ছেলে কৃষের দিকে তাকালো। মনে মনে প্রার্থনা করলো তার ছেলেকে যেন ফিস এন্ড চিপ্সের দোকানে কাজ করতে না হয়। তার আদরের কৃষ্ণ এখানে এসে হয়ে গেছে কৃষ। এদেশে ক্রিষ্টোফারকে সংক্ষেপে ক্রিস বলে। কৃষ বা কৃষ্ণের জীবন যেন তার চেয়ে ভাল হয়, মসৃন হয় সেই আশাতেইতো এইদেশে আসা। দুবাইতে আন্তর্জাতিক ব্যাংকে ফাইনান্সিয়াল এনালিস্ট হিসাবে ভাল চাকরী ছিল তার, স্বামীও টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ার।

অষ্ট্রেলিয়াতে রেসিডেন্সীর জন্য চেষ্টার সাথে সাথে চাকরীর জন্যও বিভিন্ন সংস্থায় আবেদন পাঠিয়েছিল। ভাগ্য সুপ্রসন্ন তাই দু'টোই এক সাথে হয়ে গেল। অর্থবিত্ত তাদের আছে। তবুও আসার পর থেকে বারবার মনে হচ্ছে শুধু অর্থ থাকলেই ইন্ডিয়া বা দুবাইয়ের মতো সাচ্ছন্দ্য এখানে মেলেনা। আজকের এই ঘটনা তাকে ভাবিত করলো খুব।

দুপুরে লান্চ খাওয়ার সময় বাংলাদেশের সহকর্মী রায়া আলীকে ঘটনাটা বলে। সে বয়সে সুস্মীর চেয়েও বড়, তার স্কুল কলেজে পড়ুয়া সন্তানও রয়েছে। মাঝারি লম্বার চিকন গড়নের নম্র গম্ভীর মহিলাকে ভাবুক মনে হয়। সুস্মীর মন জানতে চাইলো তার মত ভাবনা কি একেও দোলা দিয়ে গেছে কখনো। সব শুনে সুস্মীকে রায়া আশ্বস্থ করে। বলে যে এই দেশে নিয়মই হচ্ছে ছোটবেলা থেকেই বাচ্চারা কিছু কিছু কাজ করে বড় হয়। এদের মতে দায়িত্বশীল হয়ে বড় হওয়ার জন্য এটা দরকার। সুস্মির বিস্মিত প্রশ্ন

'ছোটবেলা মানে কত ছোট?'

'এই যেমন ইয়ার টেন বা গ্রেড টেনএ পড়ার সময়ে স্কুলের পাঠের অংশ হচ্ছে ওয়ার্ক এক্সপেরিয়েন্স করা'।

'তোমার বাচ্চারা কি করেছিল?'

রায়া নিজের অভিজ্ঞতা তখন বর্ননা করে।

তারও আছে দুই ছেলে। বড়জন ইয়ার টেনে থাকার সময়ে এক ইলেকট্রোনিক্সের দোকানে কাজ করেছিল দশদিন। পয়সাও পেয়েছিল সামান্য। ইয়ার ইলেভেনে পড়ার সময়ে এক ছুটির দিনে সকালে নাশ্তার টেবিলে ঘোষনা করলো

'আমি উইকএন্ডে কয়েক ঘন্টা কাজ করবো। দেখি কি কাজ পাই।'

রায়া ও তার স্বামী আতকে উঠলো ছেলের কথা শুনে। তাদের আয় উপার্জন ভাল। ছেলেদের চাহিদাও মিটিয়ে যায় দরাজ হাতে। দুই ছেলের জন্য এডুকেশন ইন্সুরেন্স বা শিক্ষাবীমার জন্য প্রতিমাসে মোটা টাকা প্রিমিয়াম দিয়ে যাচ্ছে। আর ছেলে চায় কাজ করতে। ওর মাথায় গোলমাল দেখা দেয়নিতো? নাকি বাজে সঙ্গীসাথী জুটেছে তাই বাড়ী ছাড়ার মতলব করেছে? ভয় হল তাদের। তবে নাহ্ অবস্থা দেখেতো তা মনে হয়না। কোন রকম মাথার গন্ডগোল বা মনের অস্থিরতাতো বোঝা যায়না। পড়শুনা করছে আগের মতই, বিতর্কবক্তৃতা, ক্রিকেট-বাস্কেটবলখেলা সবই চালিয়ে যাচ্ছে। তবে কাজের জন্য উতলা কেন হঠাৎ। কারন জানতে চাইলো ওরা। বললো পয়সা লাগলে আরও পয়সা দেবে ওরা। তাও এই বয়সে চাকরীর চিন্তা ছাড়ুক। ছেলে বলেছিল

'আহ্ হা, পয়সার জন্য না। বন্ধুরা সবাই কাজ করছে সপ্তাহে কয়েক ঘন্টা হলেও, আর এইদেশে বড় ডিগ্রী থাকলেই চট্ করে চাকরীতে নেয়না যদি আগের অভিজ্ঞতা না থাকে। জান অষ্ট্রেলিয়ার একসময়ের লেবার দলের নেতা ও মিনিষ্টার কিম বিজলী স্কুলে থাকার সময়ে প্রথম কাজ শুরু করেছিলেন কবর খুড়নেওয়ালা হিসাবে। বাকীরাও কোন না কোন কাজ করেছেই।'

তারপরও ছেলের কাজের বিষয়ে মা-বাবার অনীহা দেখে সে বিরক্ত হয়ে টেবিল ছেড়ে উঠে যেতে যেতে বলছিল 'ঠিক আছে তবে, আমাকে ইউনি শেষ করলে তোমরাই চাকরী খুঁজে দিও।'

সুস্মী গভীর উৎকণ্ঠা নিয়ে জানতে চাইলো

'তারপর কি হল?'

ছেলে ভালভাবে পাশ করে ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হল। এখন চাকরী নয় কয়েকঘন্টার ছোটখাটো কাজ পাওয়াও হয়ে দাড়ালো মহা মুশকিল। ম্যাকডোনাল, কে এফ সি ইস্কুলের বাচ্চাদের দিয়ে কাজ করায়। যারা স্কুলে পড়ার সময়ে ঢুকেছিল কাজ করতে ইউনি শুরু করলেও তাদের হয়তো বিদায় করেনা। সরাসরি ইউনির পড়ুয়াকে নিতে চায়না বয়স আঠারোর বেশী বলে। এসময়ে মজুরী বেশী।

'তখন বুঝলাম ছেলের বাস্তবজ্ঞান আমাদের চেয়েও বেশী, সাধে কি বলেছিল ছোটখাটো কাজের অভিজ্ঞতা না থাকলে পেশা অনুযায়ী কাজ জুটানো সহজ নয়। তারপরে অনেক খুঁজাখুঁজি করে ইন্ডিয়ান এক রেষ্টুরেন্টে শনিবারে সন্ধ্যায় চার ঘন্টার কাজ জোগার করেছে। অথচ স্কুলে থাকার সময়ে ঐ ইলেকট্রোনিক্সের দোকানে চাইলে কাজ করতে পারতো।'

সুস্মী বললো

'ধর কারোর প্রয়োজন নাই ছুটকা কাজের তবে সে কেন করবে?'

'তার হয়তো দরকার নাই; তবে যারা একসময়ে ওকে কাজে নিয়োগ দেবে তারা দেখতে চায় পরিবারের বাইরে বৃহৎ সমাজে, ভিন্ন পরিসরে নানা ধরনের, নানা স্বভাবের মানুষের সাথে মিলেমিশে কাজ করার যোগ্যতা বা ধৈর্য ওর অর্জিত হয়েছে কিনা, বুঝলে কিছু।'

'জান তবুও আমার ভাবতে কষ্ট হয় যে স্কুলে পড়ার সময়েই আমার ছেলেকে কাজ করতে হবে, তাছাড়া আমারতো পয়সার দরকার নাই।'

কথাটা বলে কেমন উদাস হয়ে গেল সুস্মী। রায়া আলী ভিন্দেশের ভিন আচরণে ভাবনা কাতর সুস্মীর কাধে আল্তো করে হাত রেখে বলে

‘শুন, কাজ করা ভাল। শ্রমের মর্যাদা দিতে শেখে, দায়িত্বশীল মানুষ হয়ে গড়ে উঠে। ঐদিন অপরাহ উইনফ্রের অনুষ্ঠানে দেখালো উইলিয়াম বাফেটের নাতনী পড়ছে আর পাশাপাশি এক বাড়ীতে ক্লিনারের কাজ করছে’।

‘কোন বাফেট যে মেলিন্ডা-গেট ফাউন্ডেশনে কত বিলিয়ন না মিলিয়ন ডলার যেন দান করেছে, সেই কি?’

‘হ্যা, সেই বাফেটই, মজার কান্ড যাদের বাড়ীঘর মেয়েটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে তারা বাফেটের মতো ধনীও নয়।’

‘মেয়েটি নিশ্চয় বাফেটের উপর মহা বিরক্ত, তাইনা, ঠিক বলছিতো?’

‘আমিও ভেবেছিলাম তাই, তবে না তা নয়। নাতনী বললো বাফেটের সম্পদ যদি বিশাল জনগোষ্ঠীর উপকার করে, তবে তাই হওয়া উচিত। ও বেচারী কৃতজ্ঞ যে বাফেটসাহেব তার পড়শুনার খরচ দিচ্ছেন।’

এইবার সুস্মী আন্দোলিত হল। তারপরে কিছুটা সময় ভেবে নিয়ে আশ্চর্য কথা বললো সে

‘জান এখন মনে হচ্ছে আসলেও কাজ করেই বড় হওয়া উচিত। জন্তুজানোয়ারের সাথে মানুষের তফাৎ শ্রমে। পশুরা কাড়াকাড়ি, জুলুমবাজীর মাধ্যমে খাবার সংগ্রহ করে বেঁচে থাকে, আর মানুষকে উন্নতই করেছে শ্রম। ছোটবেলা থেকেই শ্রমে অভ্যস্থ হওয়া ভাল।’

ভিনদেশের হাওয়া বিরাট পরিবর্তন এনে দিল সুস্মীর মনোভঙ্গীতে। তারপরও সে চিন্তা করলো যে ততোটুকুই সে গ্রহণ করতে রাজী যাতে ক্ষতি না হয় কারো। স্বকীয়তা না হারায় কেউ।